মাননীয় নারী সাংসদবৃন্দ আপনাদের অভিনন্দন

তোফায়েল আহমেদ

সংবিধানের চর্তুদশ সংশোধনীর আলোকে অনুচ্ছেদ ৬৫(৩) এর বিধানাবলি অনুসরণ করে নারী সাংসদের ৪৫টি সংরক্ষিত আসনে নির্বাচন সমাপ্তির পর বাংলাদেশ নবম জাতীয় সংসদ পূর্ণতা পেয়েছে। দেশের ইতিহাসের সর্বাধিক সংখ্যক নারী সাংসদ নিয়ে যাত্রা শুরু করেছে নবম জাতীয় সংসদ। সরাসরি নির্বাচনেও দেশের সংসদীয় পদ্ধতির ইতিহাসে সর্বাধিক নারীপ্রার্থী (৬২ আসনে ৫৭ জন) এবং সর্বাধিক নারী (২৩ জন) সাংসদ নির্বাচিত হয়েছেন এবার। সরাসরি ও সংরক্ষিত মিলে এবারের ৩৪৫ জনের জাতীয় সংসদে ৬৪ জন নারী সাংসদ হিসেবে বিরল ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন। ইতঃপূর্বে গঠিত নয়টি জাতীয় সংসদের মধ্যে ৮টিতে নারীদের অবস্থা ও অবস্থান নিম্নের সারণিতে দেখা যেতে পারে।

বিগত ৮টি জাতীয় সংসদে নারীর অবস্থান (১৯৭৩ - ২০০৮)[•]

সংসদক্রম ও সন	মোট প্রার্থী	নারীপ্রার্থী	মোট বিজয়ী নারী	নারীর জন্য সংরক্ষিত আসন	মোট নারী সাংসদ
প্রথম - ১৯৭৩	তথ্য পাওয়া যায় নি	তথ্য পাওয়া যায় নি	তথ্য পাওয়া যায় নি	১৫	তথ্য পাওয়া যায় নি
দ্বিতীয় - ১৯৭৯	২২২৫	১৭	২	১৫	১৭
তৃতীয় - ১৯৮৬	১৪২৯	২০	৩	১৫	১৮
চতুর্থ - ১৯৮৮	৯৭৮	৭	৭	৩০	৩৭
পঞ্চম - ১৯৯১	২৭৭৪	৪৭	৮	৩০	৩৮
সপ্তম - ১৯৯৬	২৫৬২	৩৬	১১	৩০	৪১
অষ্টম - ২০০১	১৯৩৩	৩২	৬	৩০	৩৬
নবম - ২০০৮	১০৫৮	৬২	২৩	৪৫	৬৪*

*শেখ হাসিনা ও বেগম খালেদা জিয়ার ছেড়ে দেয়া ৪টি আসন কমে যাওয়ায় ৬৮-র বদলে ৬৪ হয়েছে।

সর্বাধিক সংখ্যক নারী আসন নিয়ে কেবল নবম জাতীয় সংসদই নয়, মন্ত্রী পরিষদেও এবার সর্বাধিক সংখ্যক নারী অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন। প্রধানমন্ত্রীসহ মোট পাঁচজন গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রী হিসেবে অধিষ্ঠিত হয়েছেন। তাছাড়া বিরোধী দলীয় নেত্রী তো আছেনই। যে ২৩টি আসনে নারী প্রার্থীগণ সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে বিজয়ী হয়েছেন, সেখানে একটি আসন ব্যতীত অন্য ২২টি আসনে তাঁরা পুরুষ প্রতিদ্বন্দ্বীর সাথেই ভোটযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। সে ভোটযুদ্ধে প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বীগণের প্রাপ্ত ১৭,০৯,৪১০ ভোটের বিপরীতে ২৩ জন বিজয়ী নারীপ্রার্থীর প্রাপ্ত ভোট ছিল ৩১,৭৯,৬২৪। এখানে আরো স্মরণযোগ্য যে, নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মোট ভোটার তালিকায় পুরুষের চেয়ে নারী ভোটার সংখ্যায় বেশি ছিলেন। তবে নারী-পুরুষের ভোট প্রদানের আনুপাতিক হারের ওপর নির্ভরযোগ্য তথ্য এখনো পাওয়া যায় নি। এসব দিক বিবেচনা করলে বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে নারীর অংশগ্রহণ, ভূমিকা, অবস্থা ও অবস্থানে বড়ো ধরনের পরিবর্তন লক্ষ্যযোগ্য। তবে নবম জাতীয় সংসদের সরাসরি নির্বাচিতগণ সবাই যে রাজনীতিতে নবাগত, তা কিন্তু নয়। সংসদ নেত্রী শেখ হাসিনা ও বিরোধী দলীয় নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া বাদেও একাধিকবারের নারী সাংসদ ও মন্ত্রী অনেকে রয়েছেন। সবাইকে সাংসদ হিসেবে সাদর অভিনন্দন।

[•] নারী ও প্রগতি, জুলাই-ডিসেম্বর ২০০৮, পৃষ্ঠা ৩৩।

নারী সাংসদগণের মনোনয়ন চূড়ান্ত হবার পর সুজন (সুশাসনের জন্য নাগরিক) প্রার্থীগণের মনোনয়নপত্রে দেয়া তথ্যের ওপর ভিত্তি করে তৈরি করা একটি জরিপের ফলাফল সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশ করেছে। এ জরিপ থেকে নবম জাতীয় সংসদের ৪৫ জন নারী সদস্যের কিছু আর্থ-সামাজিক পটভূমির তথ্য বিশ্লেষণ এ আলোচনায় ভিন্নমাত্রা যুক্ত করতে পারে। এ ৪৫ জন নারী সাংসদের আর্থ-সামাজিক পটভূমি তাঁদের ভবিষ্যৎ ভূমিকাকে কতটুকু প্রভাবিত করবে তার সতর্ক পর্যবেক্ষণ অবশ্যই হবে। তবে ইতোমধ্যে প্রাপ্ত তথ্যগুলো অন্যান্য জাতীয় নির্বাচনের তথ্যের মতোই গতানুগতিক। এ ৪৫ জন সেদিক থেকে দেশের সার্বিক নারীসমাজের প্রতিনিধিত্ব করা কিংবা জাতীয় সংসদের কার্যক্রমে গুণগত উৎকর্ষতা আনয়নে কতটুকু কী ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হবেন, তা কিছুটা প্রশ্নবোধক থেকে যায় বৈকি! শিক্ষাগত যোগ্যতা, পূর্বতন রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা বা সক্রিয় রাজনীতি, পেশা, ফৌজদারি মামলার খতিয়ান, সম্পদ বিবরণী ইত্যাদি ক্ষেত্রে গতানুগতিকতা স্পষ্ট। ৪৫ জনের মধ্যে ১১ জনের আনুষ্ঠানিক শিক্ষা এসএসসি এবং তার নিম্নে। তবে ৪৫ জনের মধ্যে ৩২ জনই স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রি প্রাপ্ত। পেশার চিত্রটি খুব বেশি স্পষ্ট নয়। ২ জন চাকুরি, ৬ জন শিক্ষকতা এবং ৬ জন নিজেদের গৃহিণী হিসেবে দাবি করেছেন। বাকিদের পেশাগত তথ্যসমূহ বিনা প্রশ্নে গ্রহণ করা যায় না। আয়ের ক্ষেত্রে একজন ছাড়া বাকিদের সম্পদের পরিমাণ ধর্তব্যের মধ্যে নয়, আবার প্রশ্নাতীতও নয়। সম্পদ বিবরণীতে ১৫ লক্ষ থেকে ৪৬ কোটি পর্যন্ত একটি সীমা উল্লেখ থাকলেও আয়করের কোনো তথ্য অন্তত মনোনয়নের আবেদনে ছিল না। মনোনয়নপত্রের তথ্যের বাইরের তথ্য যা চাওয়া হয় নি বা দেয়ার বাধ্যবাধকতা ছিল না কিন্তু পর্যালোচনা করলে বিষয়টি অনেক বেশি আলোকিত হতে পারে, সেরকম কিছু তথ্য আলোচনা করা যেতে পারে। প্রথমত, গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (সংশোধিত) আইন, ২০০৯-এর ৯০(১) (বি) (IV) ধারা অনুযায়ী এ ৪৫ জন প্রার্থী মনোনয়নের পূর্বে দলের তৃণমূলের মতামত গ্রহণের বাধ্যবাধকতা মানা হয় নি। দেখা যায়, প্রার্থীগণ মনোনয়নপত্রে ৩১টি জেলায় তাঁদের স্থায়ী ঠিকানা উল্লেখ করেছেন। এক্ষেত্রে সর্বাধিক ৬ জন ঢাকাকে তাঁদের স্থায়ী ঠিকানা, ৩ জন নোয়াখালী, ২ জন করে জামালপুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, কুড়িগ্রাম, কুমিল্লা ও বরিশালের উল্লেখ করেছেন। এ ১৯ জনের বাইরে আরো ২৬ জন ২৪টি জেলায় তাঁদের ঠিকানা দেখিয়েছেন। দেশের ৩৩ জেলার কোনো প্রতিনিধি এ ৪৫ জনের তালিকায় পাওয়া যায় নি। ৪৫ জন ৬৪ জেলাকে অন্তত আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিনিধিত্ব করেছেন এ কথাটিও বলার কোনো অবকাশ নেই। এবারের নারী সাংসদগণ মূলত নির্বাচনী এলাকাবিহীন সংসদ সদস্য। সুনির্দিষ্ট কোনো নির্বাচনী এলাকা না থাকায় তাঁরা দাবি করতে পারেন, সারাদেশই তাঁদের নির্বাচনী এলাকা এবং দেশের সব নারীদেরই তাঁরা প্রতিনিধিত্ব করছেন। এখানে আরো মজার তথ্য হলো বিভিন্নভাবে ঢাকার বাইরের জেলায় স্থায়ী ঠিকানা লেখা হলেও ৪৫ জনের মধ্যে (ঢাকার ৫ জন বাদে) স্পষ্টত অন্তত ২৫ জন ঢাকাতেই বসবাস করেন। বাকিদেরও হয়ত খোঁজখবর সঠিকভাবে নেয়া হলে শক্তিশালী ঢাকা সংযোগ অনাবিস্কৃত থাকার কথা নয়। তাছাড়া পারিবারিক সংযোগই বেশিরভাগের ক্ষেত্রে মনোনয়নলাভে মূল প্রভাবক হিসেবে কাজ করেছে বলে অভিজ্ঞ মহল ধারণা করছে। জাতীয় পার্টি ও বিএনপির ৯ জনের মধ্যে ৯ জনই ঢাকার বাসিন্দা। দলের তৃণমূলের মতামত নেয়া হলে বিষয়টি অন্যরকমও হতে পারত।

বৃক্ষের পরিচয় মেলে ফলে। ৪৫ জন সংরক্ষিত নারী আসনের সাংসদ সংসদের ভিতরে এবং বাইরে কী ভূমিকা পালন করেন, সেটি সম্পর্কে আগাম কোনো নেতিবাচক মন্তব্য সমীচীন নয়। আমরা আশা করব আর্থ-সামাজিক পটভূমি যাইই থাকুক, সততা, আদর্শবাদিতা ও নিষ্ঠার সাথে যোগ্য সাংসদের ভূমিকা পালন করে ভবিষ্যতে নারীদের সংসদে যাওয়ার উপযোগিতার ওপর তাঁরা প্রবল ইতিবাচক জনমত সৃষ্টি করতে সক্ষম হবেন। সর্বোপরি এ ৪৫ জন পূর্ণ আস্থার সাথে একজন জাতীয় সংসদ সদস্য হিসেবেই ভূমিকা পালন করে জাতির দৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম হবেন বলে আমাদের বিশ্বাস।

তোফায়েল আহমেদ সুশাসন বিশেষজ্ঞ ও শিক্ষাবিদ। ahmedt_dr@yahoo.com।